Al-Ameen Memorial Minority College

(Established under Article 30 of the Constitution of India as a Muslim Minority
Govt. Aided General Degree College, Affiliated to the University of Calcutta
and included Under Section 2(f) and 12B of the UGC Act, 1956.)

Jogibattala, P.O.- Dakshin Gobindapur, P.S.- Baruipur, Dist.-South 24 Parganas, Pin-700145
Phone No.: 033 2437 0111, Email: alameenmemorial@gmail.com, Website: alameenmemorial.org

Ref. No.:

Date:

To Whom It May Concern

This is to certify that Mr./Ms. Marjina Khatun........, *of B.A.* Hon's..... *Semester* (.........6th.........), *Department of Bengali, Student ID.* ....20B619......, *Registration No.* ....536-1211-0052-20........, *C.U. Roll No.* ....202536-11-0010........, *of Al-Ameen Memorial Minority College under the University of Calcutta has completed a Project of 6 months duration with the title* ..."MANABIR VABNAY SAB VUTURE"........ *and successfully completed it under my supervision.*

Date: 07.06.2023
Place: Baruipur

Dilip Kumar Halder
Project Supervisor
Department of Bengali
Al-Ameen Memorial Minority College
Jogibattala, Baruipur, Kolkata- 700145

15

AL-AMEEN MEMORIAL MINORITY COLLEGE

University of Calcutta

B.A 6TH SEMESTER

NAME : MARJINA KHATUN

SUBJECT : BENGALI(H)

PAPER : DSE-A3

TOPIC : মানবিক ভাবনায় সব ভুতুড়ে

COLLEGE ROLL NO : 12

C.U ROLL NO : 202536-11-0010

REG NO : 536-1211-0052-20

MOB. NO : 7872375753

SESSION : 2022-23

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
• ভূমিকা	3
• বিষয়বস্তু	3 - 7
• উপসংহার	8
• ~~কৃতজ্ঞতা~~ গ্রন্থপঞ্জি	৯
• অভিজ্ঞান পত্র	10

মানবিক ভাবনায় সব ভূতুড়ে

ভূমিকা : যে ব্রত, যে উদ্দেশ্য নিয়ে রায় পরিবারের সর্বহরা শিশু সাহিত্য রচনায় মন প্রাণ ও জীবন উজাড় করে দিয়েছিলেন, লীলা মজুমদার ও সেই একই আদর্শ ও নীতির দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। লীলা মজুমদার তাঁর শিশু সাহিত্যে আনলেন নতুন রুচি ও ভিন্নতর স্বাদ। ছোটো ছোটো টুকরো গল্প বা উপন্যাসে তিনি ও এনেছেন ভূত, পরী নানা জীবজন্তু ও অদ্ভুত সব বিস্ময়, সারাজীবন ধরে ছোটদের জন্যই লিখেছেন, ভেবেছেন, মনে করেছেন — "বড়দের জন্য লেখা হবে আমার কাজ; ছোটদের জন্য লেখা আমার অবকাশ যাপনের লেখা।"

এই জন্যই যে কোনো বিষয় নিয়েই গল্প লেখেন না কেন, লীলা মজুমদারের গল্পের পরিণতিতে এক নির্মল শান্তির জ্যোৎস্না, এক পরম প্রশান্তি ও ইতিবাচক চেতনায় আনন্দ পাওয়া যায়।

বিষয়বস্তু: প্রথম ধরনের ভূতেদের যে যে গল্পে পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হল 'পেনেটিতে', গঙ্গার ধারে মামার বাড়িতে থাকতে থাকতে গল্প কথক ছিপোচুরি

বন্ধু হয়ে উঠল জেলে মাঝি বুড়ো শিবু ও তার দুই ভাইপো সিধু ও সাধু। এই তিন ভূত প্রতিবেশীর মতো কিশোরটির পরম বন্ধু হয়ে উঠল, মাঝে দেরি করে ফিরলে পাইপ বেয়ে বারান্দায় উঠে আসতো ও নানা গল্প করে তার ভয় ভাঙিয়ে দিত, এরাই তার স্কুলের তিন প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে ছদ্ম, ছুটে তার নেপোকে উচিত শিক্ষা দিতে আদর চাদর গায়ে দিয়ে ভূতের ভয় দেখিয়ে শায়েস্তা করে। এভাবে কিশোর কমলের অজান্তে ভূতেরাই হয়ে ওঠে পরমবন্ধু ও প্রাণকর্তা।

'অহিরীটোলার বাড়ি' গল্পের কমলকে তার বাবার ঠাকুরদার ঠাকুরদা শিবেন্দ্রনারায়ন পরম আদরে গ্রহন করেছেন। পরিত্যক্ত বাড়ি পরিনত হয়েছে চমের, খানসামা পরিবৃত সাজানো সংসারে। রুপোর থালায় লুচি, সন্দেশ, ছানামাখা ও বাদামের সরবত দিয়ে তাকে রাতের খাবার দেওয়া হয়েছে। ছুটিতে দিয়ে ঠাকুরদা তাকে ভালো করে অউচ দেখালেন। ভূত নয়, গল্প শেষে হেসে থাকে স্নেহপরায়ন এক দাদু শিবেন্দ্রনারায়ন।

'ক্যান্টীসাহেব' গল্পের ডা. গুপ্ত বেঁচে থেকে যেমন মানুষকে আশ্রয় দিতেন, সাহায্য করতেন, মৃত্যুর পর একইভাবে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছে

উপসংহার : এইভাবে স্বজন-বন্ধু প্রতিবেশী বা অচেনা ব্যক্তি যারা আর ইহজগতে নেই, তাদের নিয়ে গড়ে উঠেছে বন্ধুভাবাপন্ন, হিতৈষী ভূতেদের গল্প। মানুষ মরে গিয়ে ভূত হলেই সে ক্ষতিকর, ভয়ংকর হয়ে উঠবে - এই চেনা নিয়মের বাইরে ভূতদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন লীলা মজুমদার। বরং অনেক গল্পে তিনি দেখিয়েছেন বেঁচে থেকে কোনো চরিত্র যা করে উঠতে পারেনি, ভূত হয়ে তারা সেই ভালো কাজ করে দিয়ে গেছে, এই ভূতগুলি কচিকাঁচা পাঠকদের মনে ভয়তো নয়ই, বরং এক অনিশ্চিত বিশ্বাস জাগিয়ে তোলে - ভূত হোক, মানুষ হোক, কল্যাণ বিধানই যে জীবনের মূলকথা - এই আশ্বাসে ঋদ্ধ হয়ে ওঠে তাদের নবীন মন।